بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

কতিপয় যুদ্ধাভিযানের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা এবং দু-জন মরহুমের স্মৃতিচারণ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৬ মে, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআ'র সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজও আমি সারিয়্যা অর্থাৎ যুদ্ধাভিযানের কথা উল্লেখ করব। এরপর অন্য বিষয়ে বর্ণনা করব। **হযরত আবু কাতাদাহ্ আনসারী (রা.)** খাদিরাহ্ অভিমুখে একটি যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। এটি ৮ম হিজরীর শা'বান মাসে সংঘটিত হয়। বনু গাতাফান গোত্রের একটি শাখা সেখানে বসবাস করত, যারা ইসলামের ক্ষতি করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। এটি লিপিবদ্ধ আছে যে, এই অভিযান পনেরো দিন স্থায়ী হয়, এবং দু'শ উট, এক হাজার ছাগল এবং অনেক বন্দি মুসলমানদের হস্তগত হয়।

৮ম হিজরীর রমযান মাসে হযরত আবু কাতাদাহ্ (রা.) **ইযামের** দিকেও একটি অভিযান পরিচালনা করেন। এই যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্য ছিল, যখন মহানবী (সা.) মক্কার বিজয়ের জন্য মক্কার দিকে যাওয়ার সংকল্প করলেন, তখন তিনি হযরত আবু কাতাদাহ্‌কে **ইযাম উপত্যকা** অভিমুখে প্রেরণ করলেন, যা মদীনা থেকে পূর্ব দিকে অবস্থিত, যেখান থেকে মক্কার অবস্থান ছিল দক্ষিণ দিকে। যাতে মানুষ মনে করে যে মহানবী (সা.) ইযামের দিকে যাচ্ছেন, মক্কার দিকে নয়। একটি বর্ণনা অনুযায়ী, এই অভিযানটির নেতা ছিলেন হযরত **আবদুল্লাহ্ বিন আবি হাদরদ (রা.)**। হযরত আবদুল্লাহ্ বলেন, আমরা যখন ওয়াদি **ইযামে** পৌঁছলাম, তখন সেখানে **আমির বিন আযবত আশজাঈ** আমাদের পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি আমাদের কাছে এসে ইসলামী পদ্ধতিতে সালাম দিলেন। এতে মুসলমানরা তাকে আক্রমণ করতে দ্বিধান্বিত হয়। কিন্তু **হযরত মুহাল্লিম বিন জুসামা লায়সী (রা.)** 'র সঙ্গে তার পূর্বে কিছু বিরোধ ছিল, তাই তিনি আমিরের উপর হামলা করে তাকে হত্যা করেন এবং তার মালপত্র ও উট দখল করে নেন। এ ছাড়া

Scanned with OKEN Scanner

এই অভিযানে আর কোনো যুদ্ধ হয়নি আর কারো সঙ্গে সাহাবাদের মুখোমুখি হয়নি। কারণ, তাদের কেবল মুশরিকদের দৃষ্টি ভিন্নদিকে ঘোরানোর জন্য পাঠানো হয়েছিল, সাহাবারা পরে ফিরে আসেন। এ সময় তারা খবর পায় যায় যে মহানবী (সা.) মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন, তাই তারাও সেই দিকেই ফিরে গেলেন এবং পথেই মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে মিলিত হলেন। যখন তারা আমিরের সাথে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে অবহিত করেন, ইতিহাসে লেখা আছে যে, তখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি নিম্নলিখিত কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ

'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে সফর করো তখন ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করে নিও। আর যে তোমাদের সালাম দেয় তাকে বলো না যে, তুমি মু'মিন নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ করো, অতএব আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে প্রচুর ধনসম্পদ। তোমরা এর আগে এমনই ছিলে অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন। তাই তোমরা ভালোভাবে অনুসন্ধান করে নিও। তোমরা যা করো নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত।' (সূরা আন্ নিসা)

হুযূর আনোয়ার বলেন: এই অভিযানটি ৮ম হিজরীতে সংঘটিত হয়, কিন্তু এই আয়াত সূরা আন-নিসা থেকে, যা অধিকাংশ মত অনুযায়ী হিজরতের তৃতীয় থেকে পঞ্চম বছরের মধ্যে নাযিল হয়েছে। এটি সম্ভব যে, এই ঘটনার সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.) এই আয়াত পাঠ করে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার বলেনঃ এখন আমি জামা'তের এক প্রবীণ, প্রখ্যাত আলেম, খিলাফতের এক নিবেদিত প্রাণ ফিদায়ী, এবং ধর্মের অতুলনীয় এক সেবকের কথা উল্লেখ করব, যিনি সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন এবং আরেকজন নিবেদিত প্রাণ আহ্‌মদীর উল্লেখও করব যিনি বন্দী অবস্থায় সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেছেন। এভাবে, তিনিও শহীদের মর্যাদা অর্জন করেছেন।

প্রথম উল্লেখ **সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির সাহেব**-এর। তিনি হযরত সৈয়্যদ মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের পুত্র ছিলেন এবং ৯৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন -ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। তিনি হযরত আম্মাজানের ভাতিজা এবং হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ও হযরত মরিয়াম সিদ্দীকা সাহেবা (রা.) এর জামাতা ছিলেন। তিনি কাদিয়ান থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ অর্জন করেন। মার্চ ১৯৪৪ সালে পিতার মৃত্যুর দিনেই তিনি ইসলাম আহমদীয়াতের সেবায় নিজ জীবন উৎসর্গ করেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর।

জামা'তী খেদমতের বিস্তারিত বিবরণঃ

১৯৫৪-৫৭ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডে ছিলেন, সেখানে মুবাল্লিগ হিসেবে কাজ করেন। এ সময় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর নির্দেশে স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এ পড়াশোনা করেন। তিনি হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রহ.)-র সাথে পড়াশোনাও করেছেন। ১৯৫৭-৫৯ সাল পর্যন্ত ওকালত দিওয়ানে রিজার্ভ মুবাল্লিগ ছিলেন। এরপর ১৯৬০ সালে জামিয়ায় শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৭৮-৮২ আমেরিকায় মুবাল্লিগ হিসেবে সেবা প্রদান করেন। ১৯৮২-৮৬ স্পেনে খেদমত করেন। ১৯৮৬-৮৯ 'ওয়াকিলুত্ তাসনীফ' বিভাগে কাজ করেন। ১৯৮৬-২০১০ জামিয়া আহ্‌মদিয়া রাবওয়ার প্রিন্সিপাল ছিলেন এবং ১৯৯৪ থেকে জুলাই ২০০১ পর্যন্ত ওয়াকিলুত্ তালীম হিসেবেও কাজ করেন। এছাড়া রিসার্চ সেল এবং 'ওয়াকিয়ায়ে সালীব' সেলের ইনচার্জ ছিলেন। ২০০৫ সালে নূর ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হলে

Scanned with OKEN Scanner

তিনি এর সভাপতি নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মজলিসে ইফতা'র সদস্যও ছিলেন। খুদ্দামুল আহ্‌মদীয়ায় বিভিন্ন পদে মোহতামীম এবং নায়েব সদর হিসাবে কাজ করার সুযোগ পান। তিনি পবিত্র কুরআনের উর্দু অনুবাদে সহায়তা করেছেন। তিনি হাদীসের ছয়টি প্রামাণিক গ্রন্থ , মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল-এর উর্দূতে অনুবাদ করেছেন। সহীহ্ মুসলিম ও শামায়েল তিরমিযির বিভিন্ন ব্যাখ্যাসহ তিনি বাইবেলের ওপর ব্যাখ্যাসহ অসংখ্য জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর কাফন ও মলম সম্পর্কে উৎকৃষ্ট গবেষণা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে **'সীরাতুন নবী'**-র তিন খণ্ড এবং নামায পরবর্তী সংক্ষিপ্ত দরসের জন্য নির্বাচিত গ্রন্থিকা রয়েছে।

তাঁর বিবাহের ঘোষণা দ্বিতীয় খলীফা (রা.) দিয়েছিলেন , যা দ্বিতীয় খলীফা (রা.)-র কন্যা আমাতুল মতিন সাহেবার সাথে হয়েছিল।

১৯৯০ সালে তাঁর বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মামলা হয়, যা ছিল মজলিসে শুরার এক বক্তব্য নিয়ে। বিচারক বলেন, আপনি মহানবী (সা.) ও সাহাবাদের অবমাননা করেছেন। উত্তরে তিনি বলেন, এ অভিযোগ মিথ্যা, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.) ও সাহাবাদের অন্তর থেকে সম্মান করি এবং তাঁদের রিসালতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখি। তিনি সাহসিকতার সঙ্গে বিচারকের সামনে এ কথা বলেন।

তিনি ইসলাম ছাড়াও ইহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মসহ ধর্মতত্ত্ব ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে দক্ষ ছিলেন। সবসময় বলতেন- 'কুরআন, সুন্নত, সহীহ হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও তাঁর খলিফাগণের ভাষণ ও লেখনী থেকেই পথনির্দেশনা গ্রহণ করো।'

মুবাশশির আয়াজ সাহেব লিখেছেনঃ মীর সাহেব অত্যন্ত নিষ্পাপ, পবিত্র জীবনযাপন করতেন। মার্জিত অথচ বিনয়ী, এক অনন্য উদাহরণ ছিলেন কনিষ্ঠতা ও আল্লাহ্‌র ওপর ভরসার। তিনি ছিলেন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক মহাসাগর, একজন মহান আলেম, মুফাসসির ও মুহাদ্দিস। জামা'ত আহ্‌মদীয়ার ইতিহাসে তিনিই প্রথম সৌভাগ্যবান আলেম যিনি কুরআনের অনুবাদ ও সম্পূর্ণ সিহাহ সিত্তার উর্দু অনুবাদে সফলতা অর্জন করেন।

কাদিয়ানের একজন মুরব্বী তানভীর নাসির সাহেব বলেন, একবার সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির সাহেব কাদিয়ানের মসজিদের সামনের সারিতে এদিক-ওদিক হাঁটছিলেন আর তিনি আল্লাহ্‌র স্মরণে মগ্ন ছিলেন। যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কেন তিনি সামনের সারিতে হাঁটছেন, তিনি বলেন, তিনি দ্বিতীয় খলীফা (রা.)-কে এমনটি করতে দেখেছেন আর তাই তিনিও একই জায়গায় হাঁটতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় খলীফা (রা.)-র প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল।

সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসির সাহেবের খিলাফতের প্রতি গভীর আনুগত্য ছিল। তিনি বিশ্বস্ত, আনুগত্যশীল এবং নিবেদিত ছিলেন। এমন মহান সাহায্যকারী খুব কমই পাওয়া যায়। হুযূর (আই.) বলেন, আমি এখনো তাঁর মতো আর কাউকে দেখি নি। ভবিষ্যতে এমন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হোক এবং আল্লাহ্ খিলাফতকে এমন সাহায্যকারী দিতে থাকুন। আল্লাহ্ তাঁর বংশধরদের জন্য তাঁর দোয়া কবুল করুন এবং তাদেরকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে সক্ষম করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হল **করাচির ডা. তাহির মাহমুদ**, যিনি সম্প্রতি কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। জুমুআর নামায পড়ার অপরাধে তাকে পুলিশ অভিযুক্ত করে এবং গ্রেফতার করে। তাঁর জামিনের শুনানির সময়, তিনি জনতার হামলার শিকার হন এবং তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়।

Scanned with OKEN Scanner

একজন পুলিশ অফিসার তাকে গুলি করতে জনতাকে উৎসাহিত করে। তিনি কারাগারে নির্যাতনের শিকার হন। তাকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এবং খলীফাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে বাধ্য করা হচ্ছিল; তবে, তিনি অস্বীকার করেন এবং অটল থাকেন। তিনি দু'মাস যাবত কারাগারে ছিলেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কিডনি সংক্রমণের কারণে তাঁকে একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যা খুব সম্ভবত কারাগারে তার ওপর যে নির্যাতন চালানো হয়েছির সে কারণে হয়েছিল। তাকে একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেও তাকে শিকলাবদ্ধ রাখা হয়েছিল, এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। এই ধরনের পরিস্থিতির কারণে, তাকে একজন শহীদই বলা যায়। তিনি একজন ওসীয়্যাতকারী ছিলেন। বিভিন্ন পদে থেকে জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী, এক কন্যা এবং তিন পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। তার সন্তানেরা জামা'তের মুরব্বী সিলসিলাহ্ হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে। আল্লাহ্ তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নত করুন এবং তার সন্তানদেরকে পিতার সদগুণাবলী ধরে রাখার তৌফিক দিন, আমীন।

খুতবা সানিয়ার পূর্বে হুযূর আনোয়ার ঘোষণা দেন যে, নামাযের পর গায়েবানা জানাযা পড়ানো হবে।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

16 May 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....................*P.O*........................

Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat